

তথ্য অধিকার আইন ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা

মোঃ খালিদ হাসান

গণতন্ত্র ও সুশাসন কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকের তথ্যপ্রাপ্তি অপরিহার্য। তথ্য জানার সুযোগ থাকলে জনগণ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন হয় এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান থাকায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক আইনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়, যা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

এটি এমন একটি আইন, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ও নির্দিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার আইনগতভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে উন্মুক্ত করা এবং জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা। “তথ্য জানা নাগরিকের মৌলিক অধিকার”—এই ধারণার মাধ্যমে আইনটি নাগরিককে ক্ষমতায়িত করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সচেতন অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ফলে সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হয়। তথ্যের প্রাপ্যতা অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ কমিয়ে দেয় এবং প্রশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়ায়। একই সঙ্গে এই আইন সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় সরকারি ও নির্দিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য চাইতে পারেন। এ ক্ষেত্রে পেশা, বয়স বা সামাজিক অবস্থানের কোনো বাধা নেই। গণমাধ্যমকর্মীরা জনস্বার্থে অনুসন্ধানী সংবাদ প্রকাশে, গবেষকরা তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণে, শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জনে এবং সাধারণ নাগরিকরা সেবা ও অধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য চাওয়ার মাধ্যমে আইনটির কার্যকর প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নাগরিকরা তথ্য পেতে পারেন। এর মধ্যে রয়েছে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা। পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা—যেমন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, কমিশন ও রাষ্ট্রীয় করপোরেশন—এ আইনটির আওতাভুক্ত, কারণ এসব প্রতিষ্ঠানও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং সরকারি অর্থ বা ক্ষমতা ব্যবহার করে। এ ছাড়া যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিও সরকার বা বিদেশি উৎস থেকে অনুদান গ্রহণ করে এবং জনসেবামূলক কার্যক্রমে যুক্ত, সেগুলোর কাছ থেকেও নির্দিষ্ট তথ্য চাওয়া যায়। একইভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান—যেমন সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ—এর কার্যক্রম, বাজেট ও সেবাসংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের জানার অধিকার এই আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় নাগরিকরা বিভিন্ন ধরনের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য চাইতে পারেন। এর মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সরকারি অর্থের ব্যয়সংক্রান্ত তথ্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এসব তথ্যের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া সরকারি নিয়োগ, পদোন্নতি, টেন্ডার আহ্বান, দরপত্র মূল্যায়ন ও ক্রয় কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্য চাওয়ার সুযোগ রয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পানি, স্যানিটেশনসহ বিভিন্ন জনসেবার মান, সুযোগ-সুবিধা ও প্রাপ্তি বিষয়ে তথ্য জানার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে, যা সেবা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জনস্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখে কিছু তথ্য প্রদান থেকে অব্যাহতি রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা হলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে—এ কারণে এসব তথ্য দেওয়া যায় না। একইভাবে ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষার্থে ব্যক্তিগত ও সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ ছাড়া আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলার তথ্য প্রকাশ বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে বিধায় তা অব্যাহতি প্রাপ্ত। বাণিজ্যিক গোপনীয়তা, যেমন ব্যবসায়িক কৌশল বা আর্থিক তথ্য, যা প্রকাশে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেগুলোকেও এই আইনের আওতায় তথ্য প্রদান থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

আইন অনুযায়ী তথ্য চাওয়ার জন্য নির্ধারিত ফরমে অথবা সাধারণ কাগজে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করা যায়। আবেদনে প্রয়োজনীয় তথ্যের বিবরণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা (ডিজিগনেটেড অফিসার) তথ্য গ্রহণ ও সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন এবং আবেদন প্রক্রিয়া তদারক করেন। আইন অনুযায়ী সাধারণ ক্ষেত্রে আবেদন পাওয়ার পর সর্বোচ্চ ২০ কর্মদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে হয়। তবে জীবন, স্বাধীনতা বা তাৎক্ষণিক জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট জরুরি বিষয়ে তথ্য চাওয়া হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তথ্য সরবরাহের বিধান রয়েছে, যা নাগরিক সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান না করা হয় বা তথ্য অসম্পূর্ণ থাকে, নাগরিকরা প্রথমে প্রতিষ্ঠানের আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারেন। এটি একটি অভ্যন্তরীণ আপিল প্রক্রিয়া, যেখানে কর্তৃপক্ষ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন। যদি আপিল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান না হয়, নাগরিকরা তথ্য কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। তথ্য কমিশন অভিযোগ গ্রহণের পর শুনানি অনুষ্ঠিত করে এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রদান করে। কমিশনের সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক, যা তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য কমিশন হলো একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যা আইনটির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। কমিশনে সাধারণত একজন প্রধান তথ্য কমিশনার এবং দুইজন তথ্য কমিশনার থাকেন, যারা স্বাধীনভাবে কাজ করেন এবং নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কমিশনের মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নাগরিকদের তথ্য অধিকার সম্পর্কিত অভিযোগ তদন্ত, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান এবং তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা। এছাড়া কমিশনের কাছে আইন অমান্য বা তথ্য প্রদান অস্বীকার করার ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ এবং শাস্তি প্রদানের ক্ষমতাও রয়েছে, যা তথ্যপ্রাপ্তি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সাংবাদিকরা নাগরিক অধিকার, সরকারি কার্যক্রম এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য চেয়ে সত্য উদ্ঘাটন ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। আইনটির মাধ্যমে জনগণের সামনে স্বচ্ছ ও প্রমাণভিত্তিক সংবাদ পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়। গণমাধ্যমে তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে জনসাধারণ সচেতন হয় এবং সরকারের প্রতি জবাবদিহি বৃদ্ধি পায়। তবে আইন ব্যবহার করার সময় দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা অপরিহার্য, যাতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ও আদালতের বিচারাধীন বিষয় সংক্রান্ত বিধিনিষেধ বজায় থাকে এবং সংবাদ সঠিক ও ন্যায্যভাবে পরিবেশিত হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সাধারণ মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। নাগরিকরা সরকারি সেবা নিতে গিয়ে যে ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে চায়, তা সহজে পেলে হয়রানি ও অনির্দিষ্ট অপেক্ষা কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষাবৃত্তি, স্বাস্থ্যসেবা বা ভূমি সম্পর্কিত তথ্য দ্রুত পাওয়া সম্ভব হয়। আইনটি সরকারের সিদ্ধান্তপ্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে এবং প্রশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়ায়। একই সঙ্গে এটি নাগরিকদের ক্ষমতায়নের একটি হাতিয়ার, কারণ তথ্যপ্রাপ্তির মাধ্যমে তারা নিজের অধিকার সুরক্ষায় সচেতন ও সক্রিয় হতে পারে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি শুধুমাত্র তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ প্রদান করে না, বরং সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আইনটির সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করলে নাগরিকরা নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং প্রশাসনের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পায়।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার